**১। শিক্ষার উন্নয়ন এর ক্ষেত্রেঃ**

- ❖ ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ১০টি।
- ❖ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ ০১টি।
- ❖ মাদ্রাসাঃ ০৬টি।
- ❖ মসজিদঃ ৩২টি।
- ❖ মন্দিরঃ ১২টি।

ক) এল জি এসপি ০৩ এর অর্থ দ্বারা শেখ মুজিব আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে ০১টি ডিজিটাল হাজিরা মেশিন দিয়েছি এবং

খ) ছাত্র ছাত্রিদের মধ্যে ২০০টি টিফিন বক্স বিতরন করিয়াছি।

গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে শহীদ মিনার স্থাপনঃ

ঘ) শহীদ মিনার স্থাপনঃ

ঙ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে এল জি এসপি ০৩ এর অর্থ দ্বারা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৫০টি বট বৃক্ষ রোপন করিয়াছি।

চ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আমার ইউনিয়নের ০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০৩টি পতাকা মঞ্চ স্থাপন করিয়াছি।

ছ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে এল জি এসপি ০৩ এর এর অর্থ দ্বারা শেখ মুজিব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ০২টি কৃষ্ণ চুড়া গাছের চারা রোপন করিয়াছি।

জ) ১১১নং বাঁশবাড়ী ঘোষগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিনোদনের জন্য ০১টি দোলনা স্থাপন করিয়াছি।

ঝ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে শিক্ষার্তীদের মধ্যে ১০০ সোলার ল্যাম্প বিতরন করিয়াছি।

ঞ) জাতীর পিতাকে জানতে শিক্ষার্তীদের মাঝে কারাগারের রোজ নামচা ও বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিতরন করবই ইনসাল্লাহ্ ।

ট) জেলা প্রশাসক স্যারের নির্দেশে শেখ মুজিব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ৫০টি সাইকেল বিতরন করিয়াছি।

ঠ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আমার ইউনিয়নে পাঠাগার স্থাপন করিব, যাহাতে ছাত্র ছাত্রীরা অবসর সময়ে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও অন্যন্য বই পড়ে সময় কাঁটাতে পারে ইহা আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

**<u>ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ</u>**

- ❖ স্বাস্থ্যখাত

আমার ইউনিয়নে ০১টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে ইহার সভাপতি ০১নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব স্বপন বিশ্বাস, আমি ও স্বপন বিশ্বাস ইহার তদারকি করি। এখানে ইউনিয়নের হত দরিদ্র লোকজন সুন্দর ভাবে সহজে সু চিকিৎসা পান। এবং ইউনিয়নে ০১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র রহিয়াছে, যাহার সভাপতি আমি নিজে ইহাতে আমি ও সচিব প্রতিনিয়ত তদারকি করি, যাহার ফলে গরীব জনসাধারন সুন্দর সেবা পান, ইহা বর্তমান প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী “শেখ হাসিনার” অবদান ।

ক) আমার ইউনিয়নের জনসাধারন প্রায় ১০০% লোকজনে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যাবহার করেন।

খ) পশু জবাই নিয়ন্ত্রনঃ

গ) আমার ইউনিয়নে জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর সহিত যোগাযোগ করে ১০০টি গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করে সুপেয় পানির ব্যাবস্থ্যা

করে দিয়েছি।

ঘ) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যাবস্থাঃ

ঙ) খাবার পানির উৎস সুদ্ধি করন এবং দুশিত করন রোধের জন্য ব্যাবস্থাঃ

চ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে শেখ মুজিব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে ৩৩৭টি ন্যাপকিন বিতরন করিয়াছি।

ছ) মৃত পশুর দেহ অপসরন ও নিয়ন্ত্রনঃ

জ) আমার ইউনিয়নে পূর্নাঙ্গ সেনিটেশন কমিটি রইয়াছে।

ঝ) করোনা কালীন সময়েছে যে কাজ করিয়াছেনঃ

i) করোনাকালীন সময়ে জন সাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার, লিপলেট ও মাইকিং করিয়াছি।

ii) নিজ তহবিল হইতে গিলিছারিন ক্রয় করে ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডে সরে করে দিয়েছি।

iii) বিনা মূল্যে ২০০০মাস্ক হত দরিদ্রদের মাঝে বিতরন করিয়াছি।

iv) সরকারী ত্রান সামগ্রী নিজ খরচে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছাইয়া দিয়েছি।

ঞ) আমার ইউনিয়নের ০২টি বাজার রইয়াছে।

১) মুজিব বাজারে টয়লেট স্থাপন করিয়াছি ও

২) আমিন বাজারে এল জি এসপি ০৩ এর অর্থ দ্বারা সুন্দর ০১টি টয়লেট স্থাপন করিয়াছি।

ট) আমার ইউনিয়নে মাইকিং করে দিয়েছি সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে এবং মাস্ক ব্যাবহারের গুরুত্ব সম্পর্খে সচেতন হতে। মাস্ক নাই সেবা নাই। মাস্ক পরিধান করুন সেবা গ্রহন করুন।

**উন্নয়ন মূলক কাজঃ**

ক) A D P দ্বারা সোনাকুড় পূর্বপাড়া জামে মসজিদের সামনে ঘাটলা নির্মাণ করে দিয়েছি। ব্যয় ২,০০০০০/-

A D P দ্বারা মান্দারতলা বাঁশবাড়ী রাস্তা হইতে বোড়াশী রঞ্জিৎ বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত ৩৫ মিটার রাস্তা নির্মান করে দিয়েছি। ব্যয় ২,০০০০০/-

খ) কাবিখা কর্মসূচীর অধীনে বোড়াশী উত্তর পাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের সামনে মাটি ভরাট ও বাঁশবাড়ী-ঘোষগাতী কবর স্থানের উন্নয়ন করে দিয়েছি। ব্যায় ১২.৫০০ মেট্রিক টন।

কাবিখা কর্মসূচীর অধীনে পাথালিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ হইতে পাথালিয়া এইচ শেখ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছি। ব্যয় ৯০০০ মেট্রিক টন।

কাবিখা কর্মসূচীর অধীনে ১৭৩নং পূর্ব ভেন্নাবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামনের পুকুরে বালু ভরাট করে দিয়েছি। ব্যয় ২.৫০০মেট্রিক টন।

কাবিখা কর্মসূচীর অধীনে বোড়াশী সরকার বাড়ির সামনে ব্রীজ এর দুইপাশে মাটি ভরাট করে দিয়েছি। ব্যয় ৮০,০০০/-

টি আর কর্মসূচীর দ্বারা বোড়াশী তরুন বিশ্বাস এর বাড়ির সামনে পাঁচুড়িয়া খালের উপর বাঁশের সাঁকো নির্মান করিয়াছি ও ঘোষগাতী দিনিয়াত ফকিরের বাড়ির সামনে দীঘার খালে বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করেছি এবং বোড়াশী তৃনাথ ঠাকুর এর মন্দির সংস্কার করেছি। ব্যয় ৬২,০০০/- এবং ২১নং বোড়াশী ইউনিয়নের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মিনি সোলার ল্যাম্প বিতরন করিয়াছি। ব্যায় ৫৪,০০০/-

টি আর কর্মসূচী দ্বারা ১১১নং বাঁশবাড়ি ঘোষগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করিয়াছি। ব্যয় ৪৩,৫০০/-

টি আর কর্মসূচী দ্বারা চরপাথালিয়া ফিরোজা মেম্বারের বাড়ির সামনে ব্রীজের এ্যাপ্রোচের মাটি ভরাট করিয়াছি। ব্যয় ৪৩,৫০০০/-

টি আর কর্মসূচী দ্বারা দারুল কোরআন ভেন্নাবাড়ি ইসলামিয়া মাদ্রাসার বিল্ডিং সংস্কার করেছি। ব্যয় ৬২,০০০/-

২) রাস্তা আলোকিত করার জন্য ২০টি ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন করিয়াছি।

৩। মসজিদ মন্দির ১৫টি সোলার ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন করিয়াছি।

৪। বেকার যুবকদের জন্য কারীগরী প্রশিক্ষন কেন্দের সহিত যোগাযোগ করিয়া Computer প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করিয়াছি।

৫। আমার ইউনিয়নের প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছি।

৬। মুজিব বর্ষে কোন লোক গৃহহীন থাকবে না এই উপলক্ষ্যে আমার ইউনিয়নে ০৫টি গৃহ নির্মান করে দিয়েছি।

৭। আমার ইউনিয়নে করোনা মূহুর্তে প্রতিটি গরীব, অসহায় ব্যাক্তির বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রান সামগ্রী পৌছে দিয়েছি।

৮। বয়স্ক ভাতা দিয়েছি ৬৫০ জনকে।

৯। বিধবা ভাতা দিয়েছি ৩৭১ জনকে।

১০। প্রতিবন্ধী ভাতা দিয়েছি ২৮৪ জনকে।

১১। ফ্যামিলী কার্ড দিয়েছি ৩৬০০টি।

১২। আমার ইউনিয়নে ০২টি খাল খনন করা হয়েছে।

১৩। ব্যাক্তিগত অনুদানে পাঠগার স্থাপনঃ

১৪। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিব কর্ণার স্থাপন করা আমার দৃড় অঙ্গীকার এবং ভবিষ্যৎ পরিক্লপনা রহিয়াছে।

১৫। ০৬টি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

১৬। কোন বাড়ি হইতে কোন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

ক) চর পাথালিয়া মিজান মোল্লার বাড়ি হইতে চাঁন মিয়া শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা নির্মাণ।

খ) সোনাকুড় রাস্তা হইতে সোনাকুড় বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সি সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।

গ) পাথালিয়া ব্রীজ হইতে মোঃ মোক্তার মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা নির্মান।

ঘ) মান্দারতলা বাঁশবাড়ি রাস্তা হইতে বোড়াশী রনজিৎ বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি সি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।

ঙ) বোড়াশী মান্দারতলা বাঁশবাড়ি পাঁকা রাস্তা হইতে মতি বানিয়ার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি দ্বারা নির্মাণ।

চ) পাথালিয়া দক্ষিন পাড়া আকরাম মোল্লার বাড়ি হইতে পাথালিয়া ছালাম মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সইং দ্বারা নির্মাণ।

১৭। আমার ইউনিয়নে আইন শৃংখলার অবনতি হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মোবাইলে জানানো হয়।

১৮। আমার ইউনিয়নে কোন অপরাধ দেখা দিলে, চুরাকারবারীর খবর পেলে গোপনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোপালগঞ্জ-কে মোবাইলে জানানো হয়।

১৯। আমার ইউনিয়নে ১৫টি ঘাটলা নির্মান করে দিয়েছি।

২০। আমার ইউনিয়নে ১০টি ব্রীজ ও ০৫টি কালভাট নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

২১। স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন।

২২। আমার এলাকার রাস্তাঘাট সবসময় পয়-পরিস্কার , পরিছন্ন রাখা হয়।

২৩। খেলা ও প্রদর্শনি আয়োজন করা হয়, করোনাকালে সংখিপ্ত করা হয়েছে।

২৪। আমার ইউনিয়নে কৃষি অফিসের মাট কর্মিদের সহায়তায় বাড়তি খাদ্য উৎপাদনে মিটিং করে পরামর্শ দেওয়া হয়।

২৫। আমার ইউনিয়নে যদি অপরাধমূলক ও বিপদ জনক ব্যাবসা পরিলক্ষিত হয় তাহলে অপরাধীকে ধরে থানায় সফর্দ করা হয়।

২৬। বাস স্ট্যান্ডে টয়লেট স্থাপন।

২৭। বৃদ্ধাশ্রমঃ

২৮। মাতৃত্ব ভাতাঃ

সময় কাল ২০১৮-২০১৯ইং ৮০টি।

২০১৯-২০২০ইং ৮০টি।

২০২০-২০২১ইং ৭০টি।

সর্মোট= ২৩০টি

**মাদক নিয়ন্ত্রনঃ**

আমার ইউনিয়নে কোন মাদক সেবী নাই। আমার ইউনিয়নে মাদক দ্রব্য সেবন, ক্রয় বিক্রয় প্রতিরোধ কমিটি রইয়াছে। প্রতি মাসে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মাদক প্রতিরোধ মিটিং করি। গ্রাম পুলিশদের বলা আছে যে, যদি কেহ মাদক সেবন করে, ক্রয় বিক্রয় করে তবে তাহাকে ধরে আইন এর আওতায় সফর্ধ করিবে। "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী" যেখানে জিরো টলারেন্স নীতি অবল্মবন করেন তাহার সূত্র ধরে আমরাও এর পক্ষে সোচ্ছার হয়ে কাজ করিব।

**ধর্ষণঃ**

আমার ইউনিয়নে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন কমিটি রইয়াছে। প্রতি মাসে কমিটির সদস্য সদস্যাদের নিয়ে মিটিং করি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গোপালগঞ্জ এর কার্যালয়ে ইউপি রেজুলেশনের কপি জমা দেই। আমার ইউনিয়নে ধর্ষণ জনিত কোন ঘটনা নাই।